আমাদের সময়

তারিখ ... 14 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... 2 ...

জোয়ার-ভাটা অনুসরণ করে চলে ১৬ বিদ্যালয়ের ক্লাস

খালিদ আবু, পিরোজপুর ●

যে বয়সে বাবা-মা অথবা স্বজনদের হাত ধরে স্কুলের যাওয়ার কথা, সে বয়সে শিশুরা নিজেরাই নৌকা বেয়ে যাচ্ছে বিদ্যাপীঠে রোদ-ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে। এতে যে কোনো সময় আছে জীবন হানির আশঙ্কা। তবুও ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে যেতে হয় পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের। একসঙ্গে জোয়ার-ভাটা অনুসরণ করে দেওয়া হয় স্কুলের সময় সূচি।

উপজেলার দেউলবাড়ী দোঁবড়া ইউনিয়নের ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই যাতায়াতের কোনো সড়ক নেই। এর মধ্যে ৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আর মাদ্রাসা ৩টি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বছরের ১২ মাসই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে হয়।

শিক্ষার্থীরা নিজেরা নৌকা চালিয়ে আসে স্কুলে

স্থানীয় বাসিন্দা ইব্রাহিম গাজী বলেন, 'এখানকার শিক্ষার্থীরা ঝুঁকি নিয়েই নৌকায় করে বার মাস স্কুলে আসে। অনেক সময় নৌকা ডুবে যায়। তবে বিলাঞ্চলের শিশুরা সাঁতার জানে বলেই হতাহতের ঘটনা কম। যখন শীতকাল আসে তখন এসব খালে পানি থাকে না। তখন শুরু হয় ভিন্ন সমস্যা। এ সময় জোয়ার-ভাটার ওপর নির্ভর করে দেওয়া হয় স্কুলের সময়সূচি। অর্থাৎ খালে জোয়ার এলে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যায় এবং জোয়ার শেষ হওয়ার আগে অথবা পরবর্তী জোয়ারে তাদের বাড়ি ফিরতে হয়। পরবর্তী জোয়ার পেতে অনেক সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত নেমে আসে। দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা ও বিলাঞ্চল হওয়ায় এখানে স্কুল ফিডিংয়ের কোনো কার্যক্রমও নেই। ফলে দরিদ্র শিশুরা ক্ষুধা নিয়ে ক্লাস করে। এতে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পারে না তারা। তাই ফলাফলও ভালো হয় না। আর এ কারণে উপস্থিতি যেমন কম, তেমনি ঝরে পড়ার হারও বেশি। সম্প্রতি উপজেলার ৩৬নং পদ্মাডুবি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, কয়েকজন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের মাঠে খেলাধুলা করছে। কোনো শিক্ষককে তখন পাওয়া যায়নি। মুঠোফোনে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমীরণ রায়ের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, বছরের ১২ মাসই নৌকায় করে স্কুলে আসা-যাওয়া করতে হয়। এখন ভাটার কারণে খালে পানি না থাকায় নৌকা নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। জোয়ার এলেই তিনিসহ অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসবেন।